ইউনিট ২

সূরা আল-বাকারার পরিচয় ও আলোচ্য বিষয়

ভূমিকা

আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। এ সূরাটি মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং এতে ৪০টি রুকু রয়েছে। সূরা আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম আ. ও হাওয়ার আ. সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে মাসজিদুল হারাম নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো অধ্যয়নে সময় লাগবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৭দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : সূরা আল-বাকারা- নামকরণ

পাঠ-২ : সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি

পাঠ-৩ : সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়

পাঠ-৪ : সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মু'মিন-মুত্তাকির পরিচয়

পাঠ-৫ : সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয়

পাঠ-৬ : সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের পরিচয়

পাঠ-৭ : প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

পাঠ-১: সূরা আল বাকারা-এর নামকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের সময়কাল বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সূরা, বনী ইসরাঈল, গো-বৎস, অলৌকিক, কুরবানি, ইয়াহুদী।

১.১. কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর তা নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরার নামকরণ এবং নাযিলের কারণ হিসেবে বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলেও তা সেই বিশেষ উপলক্ষ বা কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর তাৎপর্য ব্যাপক।

মানব রচিত সাহিত্যকর্মের নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে, কিন্তু কুরআনের সূরার নামকরণ করা হয় এক সূরাকে অন্য সূরা থেকে পার্থক্য করার জন্য। এটা একটি বিশেষ প্রতীকী নাম। কেননা কুরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত বেশি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু কিংবা অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এজন্যই আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রতিটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

১.২ সূরা আল-বাকারা নামকরণ

আল-বাকারাহ (البقرة) শব্দের অর্থ গরু বা গাভী। এ সূরার অষ্টম রুকুর ৬৭ নম্বর আয়াত হতে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াতে বাকারা শব্দটির উল্লেখ থাকার কারণে গোটা সূরার নামকরণ করা হয়েছে- 'আল-বাকারা।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ সূরার মধ্যে বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার তীব্র প্রতিবাদ এবং হযরত মূসা (আ) কর্তৃক গরু কুরবানি প্রথা প্রবর্তনের প্রসঙ্গ রয়েছে। তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা আল-বাকারাহ'।

গো-বৎস পূজার ঘটনা

হযরত মূসা (আ) তাওরাত কিতাব প্রাপ্তির জন্য ৪০ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় সামেরীর প্ররোচনায় গো-বৎস পূজার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়। হযরত মূসার বড় ভাই হযরত হারুন (আ)-এর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা গান-বাজনায় মেতে ওঠে। মিসরীয় পৌত্তলিকদের মত আল্লাহর পরিবর্তে একটি গরুর বাছুরকে নিজেদের প্রভু ও উপাস্য হিসেবে পূজা করতে থাকে।

তুর পাহাড়

গাভী কুরবানির প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য তার ভাতিজা তাকে হত্যা করে শত্রু গোত্রের কাছে লাশ ফেলে রাখে। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় বের করার জন্য লোকেরা হযরত মূসা (আ) কে চাপ দিতে থাকে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বনী ইসরাঈল জাতির গরুর বাছুর পূজার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি গরু কুরবানির আদেশ দেন। কিন্তু কুচক্রী ইয়াহুদিরা এ আদেশের প্রতি কটাক্ষ করে গরু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলে। অবশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গরু কুরবানি করতে বাধ্য হয়। বিপুল অর্থের বিনিময়ে হযরত মূসা (আ) বর্ণিত রঙের গরু ক্রয় করে এবং তা জবাই করে। জবাইকৃত গরুর অংশ বিশেষ দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর কথামত মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত করায় অলৌকিকভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে ঘাতকের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ করে। এই গরু জবাইয়ের ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। মহান আল্লাহ ব্যতীত তার মাথা আর কারো কাছে নত হবে না। নত হবে না কোন জীব-জন্তু বা সৃষ্ট জীবের কাছে। আল্লাহ ছাড়া কোন কল্পিত বস্তুর পূজা মানুষের জন্য সমীচীন নয়। এ সূরায় গরু পূজা ও কুরবানির সেই ঘটনার প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। তাই এ সূরার এ রকম নামকরণ সার্থক হয়েছে। অবশ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে এ সূরাকে অন্য আরো বহু নামে অভিহিত করা যেত। কুরআনের সূরাগুলোর নাম যেহেতু শিরোনাম নয়, কাজেই নামের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয়।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। এজন্য এ সূরাকে মাদানি সূরা বলা হয়। এ সূরা কুরআনের দীর্ঘতম সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

এ সূরার ফযিলত

হাদিসের কিতাবসমূহে এ সূরার ফযিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান নামক হাদিস গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র) হযরত সালামা (রা)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সূরা আল-বাকারা পড়বে জান্নাতে তাঁর মাথায় তাজ পরানো হবে।" ইবনে হিব্বান হযরত সাহল ইবনে সাদের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি উচ্চতা আছে। আল-কুরআনের উচ্চতা হল সূরাতুলবাকারা। যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করবে, তিন দিন তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম আহমাদ (র) হযরত বুরায়দার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে হাদিসে উল্লেখ আছে যে, "তোমরা সূরা আল-বাকারা শিক্ষা করো। কেননা এটি শিক্ষা করা বরকত, আর শিক্ষা না করা আফসোসের কারণ।"

সারসংক্ষেপ

সূরা আল-বাকারা কুরআনের বৃহত্তম সূরা। এটা মদিনায় হিজরতের পর নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের অনেক বিধি-বিধান-ঘটনা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় বর্ণিত শিক্ষা-গ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবন সাজাতে পারি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাস বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন মাজিদের সর্ব বৃহৎ সূরা কোনটি ?

(ক) সূরা আল-বাকারা (খ) সূরা ইয়াসীন

(গ) সূরা আস-নিসা (ঘ) সূরা আলে ইমরান

২। বাকারা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ছাগল (খ) বলদ

(গ) গাভী (ঘ) ভেড়া

৩। কোন সূরায় গরু কুরবানির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ?

(ক) সূরা ইয়াসীনে (খ) সূরা আল-বাকারায়

(গ) সূরা আত্-তীনে (ঘ) সূরা আন-নিসায়

৪। সূরা আল-বাকারার ফযিলত হলো -

i. সূরা আল-বাকারা পাঠকারীদের মাথায় জান্নাতে তাজ পরানো হবে

ii. সূরা আল-বাকারা পাঠকারীদের ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না

iii. সূরা আল-বাকারা পাঠ না করা আফসোসের কারণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রাকিব সাহেব একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি খুব ভোরে অফিসে যান এবং রাতে বাসায় ফিরেন। কুরআন পড়ার প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ রয়েছে। তিনি জানতে পারেন যে, সূরা আল-বাকারার অনেক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু কর্মব্যস্ততা থাকার কারণে তার পক্ষে প্রতিদিন সূরাটি পড়া সম্ভব হয় না। তবে উপকার লাভের আশায় যথাযসম্ভব বেশী পড়ার চেষ্টা করেন।

৫। রাকিব সাহেবের পক্ষে পুরো সূরাটি এক সাথে পাঠ করার পেছনে কোন বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় ?

(ক) এটি সর্ববৃহৎ সূরা (খ) এতে সিজদার আয়াত আছে

(গ) এটি একটি ছন্দবদ্ধ সূরা (গ) এটি পড়তে কষ্ঠ হয়

৬। সূরাটি পাঠের মাধ্যমে রাকিব সাহেব জানতে পারবে ইসলামের-

i. সুদ সম্পর্কে ii. বালা মসিবত থেকে নিরাপত্তা লাভ iii. শান্তিময় জীবন-জাপন বিষয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

যে কোন বস্তুর পরিচয় লাভের জন্য তার একটি নাম বা পরিচয় থাকতে হয়। যথার্থ নামকরণের মধ্য দিয়েই সমস্ত বিষয়ের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরার আলাদা একটি ছোট্ট ও অর্থপূর্ণ নাম রয়েছে। নাম শোনার সাথে সাথে অভিজ্ঞ আলিমগণ সংশ্লিষ্ট সূরার সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারেন। তাই নামকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. বাকারা শব্দের অর্থ কী ? ১
খ. সূরা আল-বাকারা নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সূরা আল-বাকারা পাঠের ফযিলত কী ? ৩
ঘ. গো-বৎস পূজার ঘটনাটি সূরা আল-বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-২: সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- শানে নুযুল কাকে বলে, বলতে পারবেন
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের সময়কাল নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শানে নুযুল, বাকারা, নাযিল, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, প্রেক্ষাপট, মুনাফিক, বিশ্ব মানবতা।

শানে নুযুল কী?

২.১. কুরআন মাজীদ অন্যান্য আসমানি কিতাবের মত একত্রে নাযিল হয়নি। জীবন সমস্যা ও ঘটনার আলোকে অল্প-অল্প করে সমাধানমূলক বক্তব্যসহ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে সাবাবে নুযুল বা শানে নুযুল বলা হয়। তাফসীরকারকদের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতগুলো নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপটকে শানে নুযুল বলা হয়। যেমন- হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি।" (সূরা আল-ফাতহ ৪৮ :১)

এভাবে যে আয়াত বা সূরা যে কারণে নাযিল হয়েছে সেটি সে আয়াত বা সূরার শানে নুযুল।

শানে নুযূলের গুরুত্ব

আল-কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপটের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন শানে নুযুল যদি সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তাহলে তা হাদিসে মারফু-এর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আয়াতটি শানে নুযূলের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। শানে নুযুল জানা থাকলে আয়াতের সঠিক মর্ম, বিধান ও হুকুম ভালভাবে বোঝা যায়। মুফাসসিরগণ বলেন, কুরআনের মর্ম বোঝার জন্য শানে নুযুল হলো একটি উত্তম উপায়। আইন-বিধান প্রণয়নের জন্য শানে নুযূলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২.২. সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি

এ সূরা নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে-

মহানবী (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে ইসলাম প্রচার ব্যাপক হতে থাকে। তখন কুরাইশদের সাথে সাথে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং মুনাফিকরা ইসলামের গতিরোধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ইসলামের প্রতি অমূলক নানারকম অপবাদ প্রচার করতে থাকে। এমনকি তারা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহমূলক উক্তি করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সেই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে সূরা আল-বাকারা নাযিল করেন। এ সূরায় ইসলাম বিদ্বেষীদের সমস্ত অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। কুরআন যে একান্ত আল্লাহ তা'আলারই সত্য বাণী, ইসলাম যে বিশ্বমানবতার একমাত্র দিশারী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। (তাফসীরে হাক্কানী)

তাফসীরে নুরুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- এ সূরার শানে নুযুল হল এই যে, মালিক ইবন সাইফ নামক এক ইয়াহুদি কুরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালাতো যে-এটা সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার নাযিল হওয়ার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এ সূরা নাযিল করা হয়। এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়- এটা সেই কিতাব,যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। তবে এ সূরার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। কারো মতে, এটা মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম সূরা। এ সূরার আয়াতগুলো সব ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি এবং এ সূরাটি সম্পূর্ণ না হতেই অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ নাযিল হতে শুরু করে। এ সূরাগুলোর সকল আয়াত একত্রে এবং ধারাবাহিকভাবেও নাযিল হয়নি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'সূরা আল-বাকারা নাযিলের কারণ' নিরূপণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছে ?
(ক) অল্প অল্প করে (খ) একসাথে
(গ) একদিনে (ঘ) একমাসে

২. শানে নুযুল অর্থ কী ?
(ক) নাযিলের সময়কাল (খ) নাযিলের কারণ
(গ) নাযিলের পূর্বকাল (ঘ) নাযিলের পরের কাল

৩. কুরআন মজীদের দীর্ঘ সূরা কোনটি ?
(ক) সূরা ইয়াসীন (খ) সূরা মুহাম্মদ
(গ) সূরা আন-নিসা (ঘ) সূরা আল-বাকারা

৪। সূরা আল-বাকারা মাদানি জীবনের কোন সময় নাযিল হয় ?
(ক) হিজরতের পূর্বে (খ) রাসূল (স)-এর জন্মের পূর্বে
(গ) হিজরতের পরে (ঘ) রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পরে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উদ্দীপক,

আকমল ও মুনির সাহেবের মধ্যে সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আকমল সাহেব বললেন, কুরআন শরীফের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। সূরা আল-বাকারার শুরুতেই আল্লাহ সে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন। মুনির সাহেব বললেন, ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক করা সবচেয়ে বড় পাপ। তাই গো-বৎসের পূজা কিংবা অন্য কোন মূর্তির পূজা করা ইসলাম সমর্থন করে না। সূরা আল-বাকারায় এ বিষয়টিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না।

ক. দুটি আসমানি গ্রন্থের নাম লিখুন । ১

খ. শানে নুযুল কাকে বলা হয় ? ২

গ. কারা গো-বৎসের পুঁজা করেছিল ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুনির সাহেবেব বক্তব্যের আলোকে সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠ-৩: সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কাফির, নাস্তিক, মুনাফিকী, মুজিযা,কা'বা ঘর, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ইলা, খোলা,রিজয়াত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম।

সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা জীবনের সূচনাতে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১. সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা আল-বাকারায় অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় সেসব আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টি প্রধান ধারা। একটি হল- মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক শ্রেণির ইসলামের বিরোধিতার জবাব ও তাদের অসারতা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে- পৃথিবীতে তাওহীদের একমাত্র ধারক-বাহক জাতি হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ দুটো ধারাই সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

২. কুরআনের নির্ভুলতা

এ সূরার প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে- "এ কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই"। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে- এটা কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়।

৩. মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য

সূরার শুরুতে মু'মিন-মুত্তাকিদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মু'মিনগণ কীভাবে আল্লাহর আদেশ মান্য করে এবং তাদের জীবন-ই যে সাফল্যময়-তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. কাফির-নাস্তিকদের ব্যর্থতা

নাস্তিক-কাফিরদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা সত্য-সুন্দরকে সব সময় প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে বলে দেওয়া হয়েছে কাফিরদের অন্তর সত্য গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এদের জীবন চরমভাবে ব্যর্থ।

৫. মুনাফিকদের পরিণতি

মুনাফিকরা সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু এ চক্রটি ইসলাম ও মুসলমানের ভীষণ ক্ষতি করে। তাদের ঘৃণ্য আচরণ, তাদের জীবনের পরিণতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।

৮. আদম (আ) সৃষ্টির কাহিনী

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী, পৃথিবীতে প্রেরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

৯. ইয়াহুদি জাতির মুখোশ উন্মোচন

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে যে, কীভাবে তারা পৃথিবীর নেতৃত্বে এসেছিল এবং দুষ্কর্মের কারণে কীভাবে তারা নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত হয়।

১০. ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধ

হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে আহলে কিতাবের লোকেরা নিজেদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিশ্রুত আখেরী নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা যেসব কথা বলেছে, সে কথাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

১১. কুরআনের মুজিযা

আল-কুরআন মহানবী (স)-এর চিরন্তন মুজিযা। এটা মানব রচিত নয় বরং মহান আল্লাহ প্রেরিত। এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ আকারে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. হযরত ইবরাহীম (আ) ও কাবা ঘর প্রসঙ্গ

এ সূরায় মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরহীম (আ)–এর প্রসঙ্গ এবং ইসমাইল-ইসহাক ও কাবা ঘর নির্মাণ-একে পবিত্রকরণ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা নির্ধারণ এবং একে কেন্দ্র করে ইবাদাতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩. ইসলামি শরীআতের প্রবর্তন

ইসলামি শরীআতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, খাদ্য-পানীয়, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আর এসব শরীআতের বিধান সমাজে প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৪. তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা

এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলগণের পরস্পর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম-নমরুদ বিরোধ তুলে ধরে তাওহীদের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৫. সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহর মর্জির উপর। কাফির-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সফল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবনের সফলতার জন্য সবর্তোভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

সূরা আল-আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, তেজারত, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহদান ও তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফ নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরার মাধ্যমে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. সূরা আল-বাকারার প্রথমেই কী বলা হয়েছে ?

(ক) এতে কোন সন্দেহ নেই (খ) এতে নামাযের কথা বলা হয়েছে

(গ) এতে কালেমার কথা বলা হয়েছে (ঘ) এতে হজ্জের কথা বলা হয়েছে

২. আহলে কিতাব কারা ?

(ক) হিন্দু সম্প্রদায় (খ) ইহাহুদি খ্রিস্টান সম্প্রদায়

(গ) বৌদ্ধ সম্প্রদায় (ঘ) বাহাই সম্প্রদায়

৩। চূড়ান্ত সফলতার জন্য কী করতে বলা হয়েছে ?

(ক) নামায আদায় করা (খ) হজ্জ আদায় করা

(গ) আল্লাহর কাছে দু'আ করা (ঘ) যাকাত আদায় করা

৪। সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের ধারা কয়টি ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৫। সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-

i. কুরআনের নির্ভূলতার প্রমাণ ii. মুমিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য iii. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আনিস ও আম্মার সহপাঠী ছিলেন। আনিস দেশেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু আম্মার উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে অন্য দেশে চলে যায় এবং সেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। সে দেশে দীর্ঘদিন থাকার কারণে আম্মার সে দেশের ধর্মীয় আচার পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মধ্যে নামায আদায় করলেও অপসংস্কৃতির প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধান পালনে সে আন্তরিক নন।

ক. সূরা আল-বাকারা কী ? ১

খ. কারা গো-বৎসের পূজার সূচনা করেছিল ? ২

গ. সূরা আল-বাকারার মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আম্মারের অবস্থা সূরা আল-বাকারার আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ-৪: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মু'মিন ও মুত্তাকির পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুত্তাকি কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য কি কি, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মু'মিন, মুত্তাকি, গায়েব, আকীদা, রিয্ক, সালাত, ইহজগত, পরজগত।

মু'মিন-মুত্তাকির পরিচয়

মু'মিন মানে বিশ্বাসী। আর মুত্তাকি অর্থ হল পরহেযগার ও আল্লাহভীরু, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করে, তারাই মুত্তাকি। প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হল-

৪.১ তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী

মু'মিন-মুত্তাকির প্রথম গুণটি হল তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয়-সংস্কৃতি এবং আদর্শের মৌলিক বিষয় এটাই। এ বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

অদৃশ্যের বিষয়াবলির মধ্যে আছে- মহান প্রভু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, ওহী, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি। অদৃশ্যে বিশ্বাস মু'মিন-মুত্তাকি হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদীরা এ অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

৪.২ তারা সালাত কায়েম করে

সালাত প্রতিষ্ঠা করা মু'মিন-মুত্তাকির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন- وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ "তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

সালাতের মধ্য দিয়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকি হওয়া যায় না। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে সালাতের মাধ্যমে। দিবা-রাত্র পাঁচবার ফরয সালাত ও সিজদার মাধ্যমে তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৪.৩ তারা আল্লাহর দেওয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে

মু'মিন-মুত্তাকির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ "তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

যা কিছু ধন সম্পদ আছে তা মহান আল্লাহর দান। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ বিশ্বাস অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে। কাজেই মু'মিন-মুত্তাকি অর্থের পূজারী হয় না। তার ধন-সম্পদে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষের যে অধিকার আছে সে তা থেকে ব্যয় করে।

৪.৪ তারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে

মু'মিন-মুত্তাকিদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

"এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনে।" (সূরা বাকার-২ : ৩)

মানব জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে সব আসমানি কিতাব যুগেযুগে নাযিল করেছেন- মু'মিন-মুত্তাকিগণ তা স্বীকার করে।

৪.৫ তারা আখিরাত জীবনে সুদৃঢ় বিশ্বাসী

মু'মিন-মুত্তাকির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ৩)

এ বিশ্বাস কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে যুক্ত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে এ চেতনা দান করে যে, পৃথিবীতে তার সৃষ্টি, তার কর্মকাণ্ড, তৎপরতা, বিশ্বাস, জীবনাচার কিছুই বৃথা যাবে না। সে নিরর্থক সৃষ্টি নয়। তাকে তার কর্মের জন্যে মহাবিচারকের নিকট হাযির হতে হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিন-মুত্তাকির জীবনই সাফল্যময় হবে ইহজগতে ও পরজগতে।

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে বিশ্ব মানবতার পথনির্দেশনা হিসেবে নাযিল করেছেন। সূরা আল-বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে- 'এটা একটা হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার গ্রন্থ'। আর এ গ্রন্থ যদিও মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের জন্যই হিদায়াত গ্রন্থ, তবুও যারা হিদায়াত পাবার জন্য নিজেরা অগ্রসর হবে না, তাদেরকে এ গ্রন্থ হিদায়াত করতে পারবে না। কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের উপযুক্ত করা, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সূরার প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এর থেকে হেদায়াতের উপযুক্ত মু'মিন-মুত্তাকির ও কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যেগুলোর শিরোনাম কয়টি বলুন ও লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মুত্তাকি অর্থ কী ?

i.আল্লাহভীরু ii.পরহেযগার iii.আল্লাহর প্রিয় বান্দা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. মুত্তাকির দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে –

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) কালেমা পাঠ করা

(গ) হজ্জ করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

৩. মুত্তাকির তৃতীয় গুণটি হচ্ছে –

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) কালেমা পাঠ করা

(গ) আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে ব্যায় করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

৪। গাইবুন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) অদৃশ্যে বিশ্বাস করা

(গ) হজ্জ করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিলুফার এলাকার কয়েকটি বাড়িতে গৃহকর্মির কাজ করেন। তিনি ঐ সকল বাড়ীতে রান্নার কাজ করেন এবং কাপড় ধোয়ার কাজ করেন। একদা তিনি কাপড় কাঁচতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে দশ হাজার টাকা দেখতে পান। তিনি তা আত্মসাৎ না করে আমানতদারিতার সহিত মালিকের নিকট ফেরৎ দিলেন।

৫। উদীপকে নিলুফার কোন পরিচয়টি ফুটে উঠেছে ?

(ক) মুত্তাকি (খ) দানশীল (গ) ফকিহ (ঘ) আলিম

৬। এর ফলে নিলুফার আল্লাহর কাছে -

i.মুত্তাকি বলে বিবেচিত হবে ii. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে

iii.পরকালে নাজাত লাভ করবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও i

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আবদুছ্ ছাত্তার ও আবদুল কাদের গ্রামের দু'জন কৃষক। তাদের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আব্দুছ ছাত্তার অন্যের জমিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করেন। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সে পচা মাল বিক্রয় না করে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে আবদুল কাদেরও নিজ জমিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করে। কিন্তু সে পঁচা মালে ফরমালিন মিলিয়ে পরের দিন বিক্রয় করার জন্য রেখে দে।

ক. তাকওয়া কী ? ১

খ. নামাযের শিক্ষা বর্ণনা করুন । ২

গ. আবদুছ্ ছাত্তার ও আবদুল কাদের এর চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ৩

ঘ. মুত্তাকির আখিরাত জীবনের সফলতা সূরা আল-বাকারার আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৫: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কাফির শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- কাফিরের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন,
- নাস্তিক-কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কুফ্ফার, কাফির, ফেরেশতা, নাস্তিক, আসমানি কিতাব, আখিরাত-বেহেশত-দোযখ, হিদায়াত, জীবনবোধ, জীবনাচার।

কাফিরের পরিচয়

কাফির 'কুফর' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ-অস্বীকার করা, গোপন করা। শরীআতের পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, আসমানি কিতাব, আখিরাত-বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহে বিশ্বাস করে না, তাকে কাফির বলা হয় । বাংলা ভাষায় এর প্রতি শব্দ নাস্তিক।

সূরা আল-বাকারায় প্রথমে মু'মিন-মুত্তাকিদের বিশ্বাস, জীবনাচার তুলে ধরা হয়েছে। তারপর সর্বকালের ও সকল দেশের কাফিরদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১ কাফিরের বৈশিষ্ট্য

সূরা আল-বাকারায় কাফিরদের স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়-"নিশ্চয় যারা কুফরি করে তুমি তাদেরকে সাবধান কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।" এ থেকে কাফিরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা হল, এরা সব সময়ে বাঁকা পথে চলে। হিদায়াত গ্রহণ, ভীতি প্রদর্শন বা সত্য সুন্দরের আহ্বানে তারা কখনোই সাড়া দেয় না। এজন্যে এদেরকে বোঝানো বা ভয় দেখানো সবই বৃথা। কেননা তাদের মন-মগজের জানালাগুলো রুদ্ধ।

৫.২ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে

কাফিরদের ঊর্ধ্ব জগতের সাথে যোগাযোগ ও যোগসূত্র নেই। কাফির যেহেতু আল্লাহ ও অদৃশ্য সৃষ্টিলোকে বিশ্বাস রাখে না, তাই তাদের সাথে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোকের বিশ্বাস গড়ে উঠে না। সে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন ।

৫.৩ তাদের সত্য-মিথ্যা বোঝার অনুভূতি নেই

কাফির-নাস্তিকদের মন সত্যকে বোঝা ও মেনে নেওয়ার উপযুক্ত নয়। এজন্য তারা কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা, তা অনুধাবন করতে পারে না। তাদের মনে সত্যের অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

৫.৪ তাদের সত্য-শ্রবণের শক্তি নেই

কাফিরদের শ্রবণ শক্তিকে হরণ করা হয়েছে। এজন্য তাদের কর্ণকুহরে হেদায়াতের কোন ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি ঢোকে না।

৫.৫ তারা সত্য গ্রহণে অক্ষম

তাদের চোখের উপর রয়েছে অসত্যের ঢাকনা। এ কারণে চোখে হেদায়াতের কোন আলো তারা দেখতে পায় না। কাজেই তাদের সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার শক্তি-সামর্থ্য রহিত হয়ে গেছে।

৫.৬ এরা মোহান্ধ

ইসলাম ধর্মকে অস্বীকারকারীরা এক ধরনের ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তারা অহংকার ও গোয়ার্তুমির স্পর্ধা দেখায়, যার কারণে তারা কোন যুক্তি মানতে চায় না। অজ্ঞতা কিংবা একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে সব সময় তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। অন্যকে হেদায়াতের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজ-সভ্যতাকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে দেয় না। তাদের স্বার্থবাদী নীতি কায়েম রাখার জন্যে তারা খুবই স্বার্থান্ধ হয়।

সারসংক্ষেপ

কুফরি-নাস্তিকতা একটি জঘন্যতম অপরাধ। এটা আল্লাহ-দ্রোহিতা। আল্লাহর আনুগত্য করতে এরা নিজেরা প্রস্তুত নয়। অন্যদেরকেও এরা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। কাফিরদের বেশিষ্ট্য এটাই। এ স্বভাবের কারণেই তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	কাফির কারা, তাদের চরিত্র ও পরিণাম সম্পর্কে পাঠচক্র করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কাফির শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অস্বীকার করা (খ) স্বীকার করা

(গ) দান করা (ঘ)মুছাফাহ করা

২. নাস্তিককে আরবিতে কী বলা হয় ?

(ক) মুনকার (খ) মুনাফিক

(গ) কাফির (ঘ) মুশরিক

৩. কারা সত্য গ্রহণে অসম ?

(ক) কাফির (খ) মুনাফিক

(গ) জালিম (ঘ) মুশরিক

৪। কাফিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i.সাবধান করা সত্ত্বেও ঈমান আনবে না ii. তারা বাঁকা পথে চলে

iii.তাদের মন-মগজ রুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুস্তাফিজ ও মনোয়ার বাল্য বন্ধু। তারা দু'জনই অনেক সম্পদের মালিক । মুস্তাফিজ দান-খয়রাতে অভ্যস্ত হলেও মনোয়ার এ ব্যাপারে উদাসীন। তবে মনোয়ার অনেক আজে-বাজে ক্ষেত্রে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কুণ্ঠাবোধ করে কেবল কুরআনের শিক্ষার ব্যাপারে।

ক. কাফির কী ? ১

খ. কাফিরের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২

গ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন ? ৩

ঘ. "মু'মিন-মুত্তাকিদের জীবনবোধ ও জীবনাচার কাফিরদের বিপরীত-"
উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-৬: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুনাফিকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মুনাফিকের লক্ষণগুলো জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুনাফিক, নিফাক, ধোঁকাবাজ, অন্তর্ঘাত, মুশরিক, বহুত্ববাদ, দো-দেলবান্দা।

মুনাফিকের পরিচয়

মুনাফিকি মানে কপট বিশ্বাসী। নিফাক বা মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য পাপ। সমাজ, দল, রাষ্ট্র তথা সমষ্টিগত জীবনে নিফাকের দুষ্ট ব্যাধি সর্বদা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর থাকে। তাই ইসলামে একে অমার্জনীয় পাপ বলা হয়েছে।

মুনাফিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য মুসলিম সেজে গোপনে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতির চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। 'মুনাফিক' প্রতি যুগেই কিছু না কিছু ছিল। মহানবীর (স) সময়ে মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে মুনাফিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এখানে কুরআনে কারীমের সূরা আল-বাকারার দ্বিতীয় রুকুতে নির্দেশিত মুনাফিকদের জীবনাচারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

৬.১ এরা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়

মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। বরং অন্তরে তারা ইসলামের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে। সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে-

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

'তারা ঈমানদার নয়'। (সূরা আল-বাকারা ২ : ৮)

৬.৩ মুনাফিকরা ধোঁকাবাজ

মুনাফিকরা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অথচ তারা এ সহজ কথাটি বুঝতে পারে না।

৬.৩ মুনাফিকরাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা সাধু-তপস্বী সেজে বলতে থাকে:

إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী" (সূরা আল-বাকারা ২ : ১১)

প্রকৃতপক্ষে এরাই যাবতীয় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

৬.৪ মুনাফিকের হৃদয়ে কপটতার রোগ

মুনাফিকদের হৃদয়ে রয়েছে কপটতা ও প্রবঞ্চনার রোগ। কখন কাকে ক্ষতি করবে, কখন কার বিরুদ্ধে লাগবে, কখন সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে- এ হীন চারিত্রিক রোগ নিয়ে তারা সর্বদা ঘুরে বেড়ায়।

৬.৫ মুনাফিক দ্বিমুখী

মুনাফিকরা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, তারা ঈমান এনেছে। আবার যখন তাদের দুষ্ট দলপতির সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তারা তাদের সঙ্গেই রয়েছে। এরা দ্বিমুখী চরিত্রের। কোথাও তাদের স্বস্তি নেই।

৬.৬ মুনাফিক নির্বোধ

মুনাফিকদেরকে খাঁটিভাবে ঈমান আনতে বলা হলে তারা মুখের উপর বলে দেয়, তারা কি নির্বোধদের ন্যায় অন্ধভাবে ঈমান আনবে? মহান আল্লাহ বলেন- "প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বোধ ও অজ্ঞ। কিন্তু এতটুকু বাস্তবতা তারা বুঝতে পারে না।"

৬.৭ মুনাফিক পথহারা, অন্ধ ও বধির

মুনাফিকরা পথহারা, তাদের অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বধির, মূক ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী (স) মুনাফিকদের কিছু লক্ষণ তুলে ধরে বলেন মুনাফিকরা-

(ক) কথায় কথায় মিথ্যা বলে;
(খ) প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে;
(গ) আমানতের খিয়ানত করে এবং
(ঘ) ঝগড়া বিবাদে অশ্লীল গালমন্দ করে।

এসব লক্ষণ ও চরিত্র যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারাই মুনাফিক। এদের হীন ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হতে সর্বদা সতর্ক থাকতে কুরআন ও হাদিসে সাবধান করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক যুগে মাক্কী জীবনে মূলত মানুষ দু'টো দলে বিভক্ত ছিল। প্রথমটি মহানবী (স) অনুগত একত্ববাদী মুসলিম আর অপর দলটি ছিল বহুত্ববাদী, কাফির ও মুশরিক। কিন্তু মহানবীর (স) মদীনায় হিজরাতের পর সুবিধাবাদী একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি হয়। এরা হৃদয়ে কুফরি ও শিরক গোপন রেখে কেবল সুবিধাভোগের লক্ষে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের দাবি করত। মহানবীর (স) প্রতি কপট আনুগত্য দেখাত। এ অন্তর্ঘাতমূলক দলটি মুনাফিক নামে পরিচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সব সমাজে কপট শ্রেণির লোক দেখা যায়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ শ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মুনাফিকী হলো-

(ক) প্রবঞ্চনার রোগ (খ) অসুস্থতার রোগ
(গ) শারীরিক রোগ (ঘ) মানসিক রোগ

২. কারা মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ?

(ক) যারা প্রকাশ্য পাপ কাজে লিপ্ত থাকে (খ) যারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত থাকে
(গ) যারা মীমাংসার কাজে লিপ্ত থাকে (ঘ) যারা কুফরি কাজে লিপ্ত থাকে

৩. আল-কুরআনে বলা হয়েছে- 'তারা ঈমানদার নয়' এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে
(ক) কাফিরদের কথা (খ) জালিমদের কথা
(গ) মুনাফিকদের কথা (ঘ) মুশরিকদের কথা

৪। মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -
i.কথায় কথায় মিথ্যা বলে ii.প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে iii.আমানতের খিয়ানত করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুস্তাফিজ ও মুক্তাদির দুই বন্ধু। মুস্তাফিজ ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু মুক্তাদির ইসলামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। এমনকি মুক্তাদির সুদ, ঘুষ, হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করেন না। মুস্তাফিজ তার বন্ধু মুক্তাদিরকে এসব ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার আহবান জানালে সেও নিজকে ঈমানদার বলে দাবি করে।

ক. বনী ইসরাঈল কারা ? ১
খ. মুনাফিকের আচরণ কীরূপ ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী' -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তাদিরের কর্মকান্ড ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ-৭: প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- পৃথিবীতে মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আদম, খলিফা, খিলাফত, বংশবিস্তার, জান্নাত, আরাফাত, ফেরেশতা, ইবলিস, প্রথম মানব, প্রথম মানবী, হাওয়া (আ)

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী। তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ)-কে তাঁর সঙ্গী হিসেবে। আর স্ত্রী থেকেই পৃথিবীতে মানব জাতির বংশ বিস্তার শুরু হয়। মানব জাতির ইতিহাসে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিধিরূপে মানব জাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ফেরেশতদের নিকট জানাতে গিয়ে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতিকে প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টির সিদ্ধান্ত জানালেন তখন ফেরেশতাগণ ইতোপূর্বকার পৃথিবীতে বসবাসকারী জিন জাতিকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা-কলহ এবং অধঃপতন সম্পর্কিত পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মানব জাতিও পৃথিবীতে এসে পরস্পর কলহ-বিবাদ ও রক্তপাত ঘটাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে আরয করলেন :

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

তাঁদের ধারণা ছিল মহান আল্লাহর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। সুতরাং মানব সৃষ্টির দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ বক্তেব্যের জবাবে বলেন-

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি জানি, তোমরা যা জান না।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

আল্লাহ তা'আলা তখনই ফেরেশতাদেরকে মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য ও সার্থকতা সম্পর্কে কিছু না জানিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক পৃথিবীর সকল অঞ্চল হতে প্রত্যেক প্রকার মাটি সংগ্রহ করান। তারপর জান্নাতের ঝরণার পানি মিশ্রিত মাটি দিয়ে তাঁর মনোনীত খিলাফতের জন্য যোগ্যতম আকৃতিতে আদমের (আ) দেহের কাঠামো তৈরি করলেন। এরপর তাতে রূহ সঞ্চারিত করলে হযরত আদম (আ) প্রাণময় হয়ে উঠেন।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে খিলাফতের জন্য যোগ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় বস্তুর নাম, তথ্য ও তত্ত্ব শেখালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত বস্তু হযরত আদম (আ) ও ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করেন। ফেরেশতাদেরকে সেগুলোর নাম বলতে আদেশ করেন। ফেরেশতাগণ সেগুলোর নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে নিবেদন করলেন,

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

"আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩২)

অতঃপর মহান আল্লাহ আদম (আ)-কে সেগুলোর নাম ও তথ্যাদি বলতে বললে তিনি সব বস্তুর নাম বলে দিলেন। এতে প্রমাণ হয়ে গেল জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হযরত আদম (আ)-ই উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ।

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাঁকে সম্মানসূচক সিজদা করতে আদেশ দিলেন। ইবলিস ব্যতীত সকল ফেরেশতা আল্লাহর আদেশ পালন করলেন। আগুনের তৈরি ইবলিস অহঙ্কার-বশত মাটির তৈরি আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-এর প্রশান্তি দানের জন্য তাঁর বাম পাঁজর হতে উপাদান নিয়ে তাঁর জুড়ি হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে জান্নাতে অবস্থানের এবং তার ফলফলাদি ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করার কথা বললেন। আর একটি বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, কখনো এর কাছে যেও না।

জান্নাতের মধ্যে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। ইবলিসের এটা সহ্য হলো না। ইবলিস বন্ধুবেশে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াতে চেষ্টা করে। শেষে ইবলিস সফল হয়। তাঁরা উভয়ে ফল খেয়ে ফেলেন। এ ভুলের কারণে তাঁরা আল্লাহর বিরাগভাজন হলেন। উভয়ের দেহ হতে জান্নাতি পোশাক খসে পড়ে যায়। ও সঙ্কুচিত অবস্থায় তারা গাছের পাতা দ্বারা অঙ্গ ঢেকে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করেন।

এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাত হতে বের করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। হযরত আদম (আ) বর্তমান শ্রীলংকা ও হাওয়া (আ) জেদ্দায় পতিত হন। হযরত আদম ও হাওয়া (আ)- কে পৃথিবীর দু'প্রান্তে প্রেরণ করা হলে তাঁরা দীর্ঘদিন কান্নাকাটি ও তাওবা করলেন। তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে একটি দু'আ শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই দু'আ পড়তে থাকলেন এবং নিজের ভুলের জন্য কান্নাকাটি করেন। এমনিভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা মঞ্জুর করে অপরাধ মাফ করে দিলেন। এরপর আল্লাহর ইশারায় হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর মধ্যে মক্কার আরাফাত ময়দানে সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন ঘটে। অতঃপর তারা পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মানব জাতির ইতিহাসের শুভ সূচনা হয় একজন সভ্য মানুষের মাধ্যমে। আর তিনি নবী ছিলেন। সুতরাং তথাকথিত বিবর্তনবাদীদের মানব সৃষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস অনুমান ভিত্তিক ও ডাহা মিথ্যা। তাদের ঐ মতবাদ বর্তমানে যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাক্ষান্তরে কুরআনিক ইতিহাস সঠিক ও নির্ভুল বলে চিরকাল মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়েই যাবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ঘটনা শিরোনামে একটি সিম্পুজিয়াম করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জাতি ?

(ক) মানব জাতি (খ) জিন জাতি
(গ) ফেরেশতা কুল (ঘ) প্রাণি কুল

২. কে পৃথিবীর প্রথম মানুষ ?

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) (খ) হযরত মুসা (আ.)
(গ) হযরত আদম (আ.) (ঘ) হযরত ঈসা (আ.)

৩. আল্লাহ বলেন 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই ' -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে-

(ক) ফেরেশতাদের কথা (খ) জিনদের কথা
(গ) মানব জাতির কথা (ঘ) প্রাণিদের কথা

৪। আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে -

i. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব
ii. আল্লাহর গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা
iii.মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। ইবলিস কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের (খ) মাটির
(গ) পাথরের (ঘ) কাঠের

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আনোয়ার ও নাজিম একই পাড়ার বাসিন্দা। তারা গ্রামের স্কুলে লেখা-পড়া করে। আনোয়ার ও নাজিমের পরিবার একবার কক্সবাজার বেড়াতে যায়। আনোয়ার সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও বিস্তীর্ণ আকাশ দেখে বলল, 'এসব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।' পক্ষান্তরে নাজিম বলল, এসব প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. কাফির কে ? ১
খ. কাফিরের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। ২
গ. মানুষকে কেন আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক